ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫
বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, পৃষ্ঠা : ৭২-৮৩

'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এ পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীর

উত্তরাধিকার ঃ ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

১৯৬১ সনে সাবেক পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের প্রবল বাধা সত্ত্বেও 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-১৯৬১' জারি করেন। উক্ত অধ্যাদেশ বাংলাদেশে এখনও হুবহু চালু ও কার্যকর আছে। উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪-এ পৌত্র/দৌহিত্রের উত্তরাধিকার (Succession) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'যার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বন্টনের সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা অথবা মাতা জীবিত থাকলে পেতো।'

এ ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঃ

১. দাদার পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

২. দাদীর পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

৩. নানার পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র-দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

৪. নানীর পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র- দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

অধ্যাদেশের এ ধারাটিতে অনেক দিক থেকেই ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করা হয়েছে। এদিকগুলো আমরা একে একে উল্লেখ করছি।

(১) দাদা-দাদীর পূর্বে বাবা মারা গেলে, যদি দাদা-দাদীর মৃত্যুর সময় এক বা একাধিক চাচা (অর্থাৎ দাদা-দাদীর কোন পুত্র) বর্তমান থাকে, তাহলে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পৌত্র ও

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

পৌত্রীর কেউই দাদা কিংবা দাদীর সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মিরাস পাবে না। অথচ উপরোক্ত অধ্যাদেশটিতে সর্বাবস্থায় দাদা-দাদীর সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রী মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি পাবে বলে উল্লেখ আছে। ইসলামী শরীয়তের সাথে অধ্যাদেশটি এ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক।

কেননা শরীয়তের নিয়ম হল ঃ অধস্তনের প্রত্যেক পুরুষ তার চেয়ে অধিক নিম্নস্তরের নারী-পুরুষ সকলকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করবে।[১]

এ নিয়মের পক্ষে ইমাম বুখারী মীরাস অধ্যায়ে ইবনে সাবিত থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেন।[২]

ইবনে সাবিত বলেন, অর্থাৎ পুত্রের সন্তানগণ নিজের সন্তানের সমতুল্য, যখন তাদের অধস্তন কোন পুত্রসন্তান না থাকে। পুত্রের ছেলে সন্তানগণ পুত্রেরই মত এবং মেয়ে সন্তানগণ মেয়েরই মত। আপন সন্তানের মতই তারা ওয়ারিস হয় এবং ওদের মতই তারাও কোন কোন ওয়ারিসকে বাধাগ্রস্ত করে। আর পুত্রের উপস্থিতিতে তার সন্তানগণ মিরাস পাবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা ফারায়েয তথা মিরাসের সুনির্দিষ্ট অংশের অধিকারী তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে, তা দেয়া হবে সম্পর্কের দিক থেকে মৃতের নিকটতর পুরুষকে।[৩]

এ হাদীসটিতে নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ 'আসাবা'দেরকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে মৃতের নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা 'আসাবা'দের একের উপস্থিতি অন্যকে মিরাস থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত করে। আর তা নির্ণীত হয় নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। উল্লেখ্য, এখানে 'পুরুষ' কথাটি বলা হলেও মহিলা আসাবাগণও একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবেন।[৪]

এছাড়া কুরআনে কারীমে পুত্র-সন্তানের উত্তরাধিকারসত্ত্বের ঘোষণা দেয়া হলেও সরাসরি পুত্রের সন্তান তথা পৌত্রের কথা বলা হয়নি। তবে আলেমদের ইজমা' তথা সর্বসম্মত মত হল, দাদার কোন পুত্র জীবিত না থাকলে পুত্রের পুত্র সন্তানগণ তার স্থলাভিষিক্ত হবে।[৫]

কেননা শরীয়তের পরিভাষায় সন্তানের সন্তানগণও সন্তানরূপে গণ্য হয়। আর এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণও তাদের ভ্রাতাদের সাথে আসাবা হিসাবে মিরাস পাবে।

উপরোক্ত দলিলগুলোর সারকথা হলো, দাদা/দাদীর কোন পুত্রসন্তান জীবিত থাকলে পুত্রের অধস্তন যে কোন সন্তান (পৌত্র/পৌত্রী) তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

(২) আর যদি দাদা/দাদীর শুধু কন্যা সন্তানগণই জীবিত থাকে এবং তাদের পূর্বে মারা যাওয়া তাদের মৃত পুত্রদের ছেলেমেয়েরা জীবিত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় কন্যাদের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ পৌত্র/পৌত্রী আসাবা হিসাবে পাবে। এক্ষেত্রেও উপরোক্ত অধ্যাদেশটি শরীয়ত বিরোধী। কেননা অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌত্র/পৌত্রীরা মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে অংশ পাবে, যা উপরোক্ত অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৩) যদি দাদা/দাদীর একটি মাত্র কন্যা থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, তাহলে মৃত পুত্রের কন্যা/কন্যাগণ ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কেননা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই তৃতীয়াংশের অর্ধেক কন্যা নেয়ার পরও এক ষষ্ঠাংশ বাকী থাকে, যা শরীয়ত পুত্র না থাকায় পৌত্র/পৌত্রীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু উপরোক্ত অধ্যাদেশে পৌত্র/পৌত্রীদেরকে দেয়া হয়েছে মৃত বাবার অংশ, যা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

(৪) যদি দাদা/দাদীর একাধিক কন্যা বর্তমান থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণ কিছুই পাবে না। কেননা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই তৃতীয়াংশ কন্যাগণ নেয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায়ও উপরোক্ত অধ্যাদেশটি ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, কন্যাদের এ অবস্থায় তাদের মৃত বাবার অংশ পাওয়া শরীয়তের ফয়সালা নয়, অথচ অধ্যাদেশটিতে তাই বলা হয়েছে।

(৫) ইসলামী শরীয়তে আসাবা ও আসহাবুল ফুরূদের উপস্থিতিতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী কখনোই নানা-নানীর সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। কেননা আল-কুরআন ও আস-সুন্নায় তাদেরকে কোন মিরাস দেয়া হয়নি। অথচ উপরোক্ত অধ্যাদেশটিতে নানা-নানীর আগে মায়ের মৃত্যু হলে দৌহিত্র -দৌহিত্রীকে মায়ের প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় কন্যার সন্তানদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম' অর্থাৎ এমন আত্মীয় যারা 'আসহাবুল ফুরূদ্' (নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী) কিংবা 'আসাবা' নয়। এরকম আত্মীয়দের মধ্যে আরো রয়েছে বোনের সন্তানগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ, মামা ও খালা প্রভৃতি। এরা 'আসহাবুল ফুরূদ' ও 'আসাবা' থাকাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরাধিকার সত্ত্ব পাবে না।[৬]

সৌদী আরবস্থ ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "নানার জীবদ্দশায় মায়ের মৃত্যু হলে মায়ের পুত্রগণ কি নানার সম্পত্তি থেকে মিরাস পাবে? মিরাস পেলে তার পরিমাণ কতটুকু? উল্লেখ্য যে, নানার মৃত্যুর সময় এদের দুই মামা, তিন খালা ও নানী জীবিত ছিল"। এ ব্যাপারে কমিটির লিখিত উত্তর ছিল ঃ 'ব্যাপার যদি তেমনটিই হয়ে থাকে যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে এ পুত্রগণ নানার সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। কেননা তারা হল 'যাবিল আরহাম' এর অন্তর্ভুক্ত, যারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য 'আসহাবুল ফুরূদ' ও 'আসাবা'র উপস্থিতিতে কোন সম্পত্তির ওয়ারিস হয় না'।[৭]

অবশ্য যদি 'আসহাবুল ফুরূদ' ও 'আসাবা' না থাকে, তাহলে অধিকাংশ আলেম যাবিল আরহামকে উত্তরাধিকার দেয়ার কথা বলেছেন।

লক্ষণীয়, দৌহিত্র/দৌহিত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের উত্তরাধিকার ধারাটি সাংঘর্ষিক। কেননা উপরোল্লেখিত কোন অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়ত তাদের বাবা/মায়ের প্রতিনিধিত্বের হারে নানা/নানী থেকে মিরাস পাওয়ার বিধানকে সমর্থন করে না।

আমাদের করণীয় ঃ

অতএব মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-১৯৬১ এর উপরোক্ত ধারাটি যেহেতু ইসলামী আইন ও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এ ধারাকে এমনভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে ইসলামী আইনের সাথে এর কোন সংঘর্ষ না থাকে এবং ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা অনুযায়ী এ ধারাটির পুনর্বিন্যাস করা হয়।

আমরা মনে করি ইসলামী শরীয়তে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের যে বিধান রয়েছে, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরকে সম্পত্তি দেয়া যায় এবং আইনের এ অধ্যাদেশটিকে আমরা শরীয়তের বিরোধিতা থেকে মুক্ত করতে পারি।

উল্লেখ্য, ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক এ অসিয়তের বিধানটি বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, কুয়েত ও লেবানন অন্যতম।[৮] সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও এ আইনের মাধ্যমেই এসব দেশে দাদা-দাদীর সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রীকে নিয়মানুযায়ী একটা অংশ দেয়া হয়।

সংশোধনসহ প্রস্তাবনা ঃ

ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করে আমরা অধ্যাদেশের ৪নং ধারাটিকে সংশোধিত করে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি ঃ-

যার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা নিজেদের কোন সন্তান রেখে মারা গেলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী তার জীবদ্দশায় মারা যাওয়া পুত্রের বা কন্যার সন্তানদের জন্য অসিয়ত করবেন, যেন তার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি থেকে তাদেরকে নিয়মানুযায়ী[৯] একটা অংশ প্রদান করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই তা এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না'।

ওয়াজিব অসিয়তের এ বিধানটি ইসলামী শরীয়তের মাপকাঠিতে কতটা উত্তীর্ণ নিচে আমরা সে বিষয়টি তুলে ধরছি।

ওয়াজিব অসিয়ত কি?

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা আদৌ ওয়ারিস নয় কিংবা ওয়ারিস হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তের কোন বাধার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক সম্পত্তি থেকে নিয়ম মাফিক অংশ প্রদানের জন্য মৃত্যুর পূর্বে যে অসিয়তের বিধান দেয়া হয়েছে, তাই হল ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক অসিয়ত।

দলিল ঃ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী ওয়াজিব অসিয়তের দলিল ঃ

তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য,

বিধিসম্মতভাবে। আল্লাহভীরুদের জন্য এ নির্দেশ অবশ্যম্ভাবী। যদি কেউ অসিয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।' [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৮০]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

এর মর্ম হলো, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ফরয ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে' যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।

অর্থাৎ যদি সম্পদ রেখে যায়। সুতরাং এখানে 'খাইর' অর্থ হলো সম্পদ, চাই তা স্থাবর কিংবা অস্থাবর হোক কিংবা অর্থসম্পদই হোক।

শব্দটির মর্মকথা হলো, ওয়ারিসদের প্রতি জুলুম না করে। সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশকে হাদীসে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব বলা হয়েছে।[১০]

তাই এক তৃতীয়াংশ বা এর কম পরিমাণ অসিয়ত করলে ওয়ারিসগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলেই সাব্যস্ত হয়েছে।

অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য এটা পালন করা জরুরি। এ কথা দ্বারা অসিয়ত ওয়াজিব হবার ব্যাপারটি আরো জোরদার হয়েছে।[১১]

বহুসংখ্যক আলেম এ মত প্রকাশ করেন যে, আয়াতটি মুহকাম (অর্থাৎ এর হুকুম এখনও বহাল) এবং এর বাহ্যিক অর্থ যদিও ওয়ারিস ও ওয়ারিস নয়, এমন সকল পিতা-মাতা ও আত্মীয়কে শামিল করে, তবু এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল খাস, অর্থাৎ ওয়ারিস নয় এমন পিতা-মাতা (যেমন কাফের পিতা-মাতা) এবং ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়কে (যেমন দাদার পুত্র থাকাবস্থায় নাতিকে) সম্পত্তির অংশ দেয়ার অসিয়ত করা। কেননা আল্লাহ কুরআনে যাদের জন্য মিরাস সাব্যস্ত করেছেন, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দেয়ার বিধান নেই।[১২]

এ বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত করা যাবে না।[১৩]

এমতের প্রবক্তাদের মূল কথা হলো, ইসলামী শরীয়তে যাদের জন্য কোন মিরাস দেয়া হয়নি বা শরয়ী' কোন বাধার কারণে যারা মিরাস থেকে বঞ্চিত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে অসিয়ত ওয়াজিব হবার বিধানটি প্রযোজ্য হবে।

এ মতটি যারা পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা, হাসান বসরী, ম্সরূক, ত্বাউস, ইয়ায, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব, মুসলিম ইবনে ইয়াসার, ক্বাতাদাহ, ইবনে জারীর, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহে র. প্রমুখ পণ্ডিতগণ।[১৪]

এটি ইমাম আহমদেরও একটি মত[১৫] এবং ইমাম শাফেয়ীর প্রথম মত।[১৬]

ইবনে আব্বাস রা, হাসান ও ক্বাতাদাহ বলেন, 'আয়াতটি আ'ম (ব্যাপকার্থক)। নির্দিষ্ট একটি সময়

পর্যন্ত এ ব্যাপকার্থ অনুযায়ী আমল করা হত। মিরাসের আয়াতের মাধ্যমে যাদেরকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হলো, শুধু তাদের ব্যাপারেই অসিয়তের আয়াতটি আংশিকভাবে মানসুখ হয়েছে।[১৭] একথার অর্থ হল, যারা ওয়ারিস হয়নি তাদের ব্যাপারে আয়াতটি মুহকাম (বহাল)[১৮] দাহহাক, ত্বাউস অনুরূপ মত প্রকাশ করেন এবং ইমাম ত্বাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ মতটি সমর্থন করেন।[১৯]

ইমাম যুহরী বলেন, 'কম হোক বেশি হোক, অসিয়ত ওয়াজিব।' [২০]

ইবনে আব্বাস ও হাসান বলেন, অর্থাৎ 'সূরা নিসার নির্ধারিত মিরাসের আয়াত দ্বারা পিতা-মাতার জন্য অসিয়ত রহিত হলেও অন্য যারা ওয়ারিস হয়নি তাদের ক্ষেত্রে বিধানটি বহাল রয়েছে। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ মালেকীদের মাযহাব এবং একদল আলেমের অভিমত।' [২১]

ইমাম ত্বাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, 'একদল আলেম বলেছেন, অসিয়তের আয়াতটি মিরাসের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গিয়েছে। এর উত্তরে বলা হবে, আরেকদল আলেমের মতে মিরাসের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি রহিত হয়নি, বরং এটি মুহকাম। এ আয়াতের রহিত হওয়া নিয়ে যখন দু'দল আলেমের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে, তখন দলিল ছাড়া একথা মানা যাবে না যে, এটি মানসুখ। বরং দেখা যায়, একই সময়ে সহীহভাবে কোন একটির হুকুমকে বাদ দিয়ে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নয়। অথচ একটি রহিতকারী ও অপরটি রহিত সাব্যস্ত করলে একই সময়ে সহীহভাবে এতদুভয়ের হুকুম প্রয়োগে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হবে না।' [২২]

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তিনি বলেন, অর্থাৎ 'এ আয়াতটির হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ আয়াতটির কোন হুকুমই রহিত করেননি। বরং বাহ্যিকভাবে এটি ব্যাপকার্থক যা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও আত্মীয়কে শামিল করে। কিন্তু মৃতের সম্পত্তি থেকে মিরাস পায় না এ ধরনের আত্মীয়ই এখানে উদ্দেশ্য।' [২৩]

সাইয়েদ কুতুব তার 'ফি যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়ের ক্ষেত্রে অসিয়তের এ আয়াতটি রহিত নয়, বরং এর বিধান এখনো বাকী আছে, এ মতের প্রতি তার সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন।[২৪]

আয়াতটি মানসুখ নয়, বরং মুহকাম, এ মতের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে 'আল-মানার' তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই যে, অসিয়তের আয়াতটির পরে এখানে মিরাসের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের 'সিয়াক' (পূর্বাপর বাকরীতি) মানসুখ হওয়াকে সমর্থন করে না। কেননা আল্লাহ যখন মানুষের জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করেন এবং জানেন যে, তা একটি সাময়িক বিধান এবং অচিরেই অল্প কিছুকাল পরে তা রহিত করবেন, তখন তাকীদ দিয়ে সে বিধানকে শক্তিশালী করেন না। অথচ অসিয়তের বিষয়টিকে এখানে তাকীদ করা হয়েছে 'মুত্তাকীদের জন্য ওয়াজিব ' এবং 'যে তা পরিবর্তন করবে, তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে' এ কথা বলে। তদুপরি

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব, যদি আমরা বলি যে, অসিয়তের আয়াতে উল্লেখিত অসিয়ত ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়ের সাথে খাস। যেমন আত্মীয় দ্বারা সে বিশেষ আত্মীয় বুঝানো উদ্দেশ্য, যিনি অন্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত থাকেন। অতএব যদি কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করার পর তার মৃত্যু কালে তার বাবা-মা উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাদের জন্য এ পরিমাণ অসিয়ত করা যেতে পারে যা তাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কেননা কাফের হলেও আল্লাহ বাবা-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।'[২৫]

যারা আয়াতটিকে মানসুখ বলেছেন, ইমাম ইবনে হাযম তাদের দাবী অপনোদনে 'তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন,

অর্থাৎ 'আমরা নিশ্চিতরূপে জানি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের কাছে কোন বর্ণনা আসা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে রহিতকারী সাব্যস্ত করা এবং কোন বিধানকে মানসুখ হিসাবে ফিরিয়ে দেয়ার কোন পথ নেই।'[২৬]

তিনি আরো বলেন,

অর্থাৎ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয হল, দাসত্বের বন্ধনে থাকার কারণে কিংবা কুফুরীর কারণে অথবা মিরাস থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বা প্রকৃতই ওয়ারিস না হওয়ার কারণে যে সকল আত্মীয় স্বজন উত্তরাধিকার সত্ত্ব পাবে না, তাদের জন্য অসিয়ত করা.....।'[২৭]

এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর (রা) থেকে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিকেও অনেকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন।[২৮]

হাদীসটি হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অর্থাৎ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা সমীচীন নয় নিজের কাছে অসিয়ত লিপিবদ্ধ না করে দুই বা (কোন কোন বর্ণনায়) তিন রাত্র সে অতিবাহিত করবে।[২৯]

উল্লেখ্য, আলেমদের মধ্যে অনেকে আবার এ মতও পোষণ করেন যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে রহিত ও মানসুখ হয়ে গিয়েছে। তাফসীর আল-মানার গ্রন্থে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে, অসিয়তের আয়াতটি মিরাসের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, 'ওয়ারিসদের জন্য অসিয়ত নেই' এ হাদীস দ্বারা অসিয়তের আয়াতটি রহিত হয়েছে, কিংবা হাদীসটিকে যদি মিরাসের আয়াতের বর্ণনাকারী হিসাবে ধরে নেয়া হয় তাহলে যুগপৎ হাদীস ও মিরাসের আয়াত, দু'টো দ্বারাই অসিয়তের আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে৩০ অধিকাংশ হানাফী আলেমগণ এ মত পোষণ করেন।৩১

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতও এটাই।৩২

এ সকল আলেমগণের মতে 'অসিয়তে ওয়াজিবা' হচ্ছে সে অসিয়ত যা ঋণ, ধার দেয়া ও আমানাত সম্পর্কে করা হয়। তারা ইবনে উমারের উপরোক্ত হাদীসটিকে অসিয়তে ওয়াজিবার এ অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন।৩৩

তবে সবদিক বিবেচনা করে সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম মতটিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যায় এবং তা নিম্নলিখিত কারণে ঃ

এক ঃ অসিয়তের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে নেই। কেননা নাসেখ ও মানসুখ এর মধ্যে contradiction বা বিরোধ থাকা জরুরি, যাতে উভয়ের মধ্যে কোন মতেই সঙ্গতি সাধন করা না যায়। বরং অসিয়তের এ আয়াত ও মিরাসের আয়াতসমূহের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি স্থাপন করা সম্ভব। সেটি এভাবে যে, মিরাসের আয়াতসমূহ ওয়ারিসদেরকে নির্ধারণ করে তাদের প্রাপ্য অংশ বর্ণনা করেছে। আর অসিয়তের আয়াত আত্মীয়ের শ্রেণী নির্ধারণ না করেই বিষয়টিকে উন্মুক্ত রেখেছে। সে আলোকে যে সব আত্মীয় মিরাস পাবে না তাদের জন্য অসিয়ত করা যাবে।

দুই ঃ আত্মীয়-স্বজনকে সম্পদের কিয়দংশ দেয়া প্রসঙ্গে কুরআনে একাধিক আয়াত এসেছে, যেগুলো মানসুখ হয়েছে এমন কথা কেউই বলেননি। এসব আয়াতের মধ্যে রয়েছে ঃ

'এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য।' [সূরা আল-ইসরা ঃ ২৬]

'এবং তাঁর (আল্লাহর) ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ প্রদান করে।' [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৭]

তিন ঃ বাবা কিংবা মায়ের জীবদ্দশায় অনেক সময় সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকে। বাবা-মায়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদি সে সন্তান জীবিত থাকতো তাহলে সে তাদের উভয়ের উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু সে তাদের উভয়ের কিংবা যে কোন একজনের পূর্বে মারা যাওয়ার কারণে তার ভ্রাতাগণই শুধু মিরাস পাবে এবং তার সন্তানগণ কঠিন দারিদ্রে পতিত হবে। ইয়াতীম হয়ে উপার্জনক্ষম অভিভাবক হারানো ছাড়াও তাদের কপালে জোটে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও পারিবারিক সম্পত্তির অসম বণ্টন। ফলশ্রুতিতে মিরাস থেকে লব্ধ সম্পত্তি পেয়ে পরিবারের কেউ হয় বিত্তশালী, আবার বাবার ত্বরিৎ মৃত্যুতে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে কেউ হয় পথের ভিখারী। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ পরিবারগুলো অধিকাংশ সময়ই বাবা-মায়ের মৃত সন্তানের ছেলেমেয়েদের জন্য অসিয়ত করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু যুগের হাওয়া আজ পাল্টে গেছে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কমে গেছে, পারিবারিক সম্প্রীতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে আজ ইসলামী শরীয়ত থেকে গৃহীত এমন আইন দ্বারা এ অবস্থার সমাধান হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে, যা দাদা/দাদীকে তাদের মৃত সন্তানের সন্তান তথা পৌত্র-পৌত্রীর জন্য অসিয়ত করাকে বাধ্য করবে।

অসিয়ত না করলে কি হবে?

ইমাম ইবনে হাযম এ অসিয়তকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করেন।[৩৪]

সে অনুযায়ী যদি মৃত ব্যক্তি উত্তরাধিকারসত্ত্ব পায়নি এমন আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা থেকে বিরত থাকে, কিংবা সে অসিয়ত তারা করতে চেয়েছিল কিন্তু অসিয়তের পূর্বেই যদি তার মৃত্যু হয়ে

থাকে, তাহলে ওয়ারিসদের কর্তব্য হবে তা করা। যদি ওয়ারিসগণও বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে তা করতে বাধ্য করার ব্যাপারে শাসনকর্তা বা কাযির অধিকার রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীস ও আছার উল্লেখ করেন ঃ

'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মা আকস্মিকভাবে মারা যান। আমার মনে হয় কথা বলতে পারলে তিনি সদকা আদায় করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা আদায় করতে পারব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'হাঁ তার পক্ষ থেকে তুমি সদকা আদায় কর।'[৩৫]

যিনি সদকা দেয়ার অসিয়ত করেননি বা করতে পারেননি, তার পক্ষ হতে সদকা আদায় করা হলে তা হবে অত্যন্ত সঙ্গত। এ হাদীসটি সে প্রমাণই বহন করছে। মৃত ব্যক্তির নফল সদকা দিতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন সদকা আদায়ের জন্য। এর অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে ওয়াজিব অসিয়তের ব্যাপারটি আরো শক্তভাবে কার্যকর করার ব্যাপারটি বোধগম্য হবে।

'আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা অসিয়ত না করেই সম্পদ রেখে মারা গিয়েছেন, আমি তার পক্ষ থেকে অসিয়ত করলে তা কি যথেষ্ট হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হাঁ'।[৩৬]

মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করলেও যে অসিয়ত কার্যকর করার উপযোগিতা ক্ষুণ্ন হবে না হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁ-বাচক উত্তর সে দিকের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে।

অর্থাৎ তাঊস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'অসিয়ত না করে যে কোন মুসলিমই মারা যায়, তার পরিবারবর্গের উচিত তার পক্ষ থেকে অসিয়ত করা।'[৩৭]

এক্ষেত্রে ইবনে হাযম শরীয়তের একটি মূলনীতির উপর তার মতের ভিত্তি স্থাপন করেন। মূলনীতিটি হল, 'জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসনকর্তার অধিকার রয়েছে মুবাহ কোন বিষয়ের হুকুম করা। আর যখনই শাসনকর্তা তা করবে, তা মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যাবে'। আবার কোন কোন ফিক্‌হবিদগণ এ মত পোষণ করেন যে, শাসনকর্তার নির্দেশ শরীয়তের হুকুম হিসাবে বিবেচিত হয়।[৩৮]

তাছাড়া অসিয়তকে যদি আমরা বান্দার হক বলে মনে করি, তাহলে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত না করা সত্ত্বেও ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা নিয়মানুযায়ী কার্যকর করার ব্যাপারটি স্পষ্ট। কেননা ঋণ বা আমানাত প্রভৃতি বান্দার হকের সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট, মৃতব্যক্তি অসিয়ত না করলেও সেগুলো প্রকৃত দাবীদারদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। আর যদি অসিয়তকে আমরা ধর্মীয় আমল তথা আল্লাহর হক বলে মনে করি, তাহলেও ওয়ারিসদের উচিত এ আমলটি বাস্তবায়ন করা। এর সমর্থন আমরা পেয়ে থাকি নিচের হাদিসটি থেকে ঃ

'ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা এক মাসের রোযা ফরয থাকা অবস্থায় মারা যান। এখন এ

রোযাগুলো আমি তার পক্ষ থেকে পালন করব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হাঁ, কেননা আল্লাহর ঋণ পূরণ করা অধিকতর সমীচীন।' ৩৯

হিশাম কুবলানের মতে, এক্ষেত্রে ইবনে হাযমের মতটি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ হল, তার মাযহাব কোন মুসলিম সরকারের পৃষ্টপোষকতা পায়নি, যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল অন্যান্য মাযহাবসমূহ।৪০

আরো লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে সকল দেশের আইনে ওয়াজিব অসিয়তের মাধ্যমে পৌত্র-পৌত্রীকে সম্পত্তি দেয়ার বিধান সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন মিসর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত) সে সব দেশ -ইবনে হাযমের মতানুসারে- অসিয়ত না করা অবস্থায় বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার অধীন করেছেন অর্থাৎ বিধি মোতাবেক যতটুকু অসিয়ত করা ওয়াজিব ছিল, বিচারালয় ততটুকু দেয়ার নির্দেশ কার্যকর করতে পারবে।

অসিয়তের নেসাব

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য অসিয়তের সুনির্দিষ্ট কোন নেসাব শরীয়তে নির্ধারণ করা হয়নি। তবে সাধারণভাবে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছিলাম। তাই সর্বোচ্চ নেসাবের মধ্যে থেকে অসিয়তের পরিমাণের ক্ষেত্রে কমবেশী হতে পারে। কেননা নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ হয়ে থাকে শুধু ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে। তবে শরীয়তে পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়া সত্ত্বেও যদি মৃত ছেলে জীবিত থাকলে যতটুকু পেত পৌত্র-পৌত্রীর জন্য সে পরিমাণ অসিয়ত করা হয়, তা যদি মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি না হয়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সৌদী আরবস্থ ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ 'এক ব্যক্তির দুই ছেলে, ছয় মেয়ে ও তিন স্ত্রী ছিল। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তার বড় ছেলে কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে রেখে মারা যায়। উক্ত ব্যক্তি তার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে যতটুকু মিরাস পেতো ততটুকু তার সে ছেলের সন্তানদেরকে দিয়ে দিতে চাচ্ছে। এটা কি শরীয়তে জায়েয? যদি মিরাসের ক্ষেত্রে এ সন্তানদেরকে তাদের মৃত বাবার স্থলাভিষিক্ত করা জায়েয না হয়, তাহলে দাদার জন্য নিজের সম্পদ থেকে মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই ঐ পরিমাণ অংশ অসিয়ত করা কি জায়েয হবে, যে পরিমাণ উক্ত সন্তানদের বাবা জীবিত থাকলে তার বাবার মৃত্যুর পর পেতো?'

কমিটির উত্তর ছিল ঃ 'উক্ত ব্যক্তির জন্য তার মৃত ছেলের সন্তানদেরকে তাদের বাবা জীবিত থাকলে যে পরিমাণ পেতো সে পরিমাণ দেয়া জায়েয। এ সম্পদ সে তার সুস্থাবস্থায় তাদেরকে দিতে পারে। এছাড়া তার জন্য এটাও জায়েয যে, সে এ সন্তানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়ত করবে, যদি তারা তাদের দাদার ওয়ারিস না হয়ে থাকে এবং যদি এটাই একমাত্র অসিয়ত হয়ে থাকে'৪১ এ কমিটিকে অন্য আরেকটি প্রশ্নে বলা হয়েছিল : 'আমার একটি বিবাহিত সন্তান পাঁচ সন্তান রেখে মারা যায়। এ সন্তানদের মৃত বাবা আমার সম্পত্তি থেকে তাদের চাচাদের সাথে যতটুকু পাওয়ার অধিকারী ছিল ততটুকু কি আমি তাদের জন্য অসিয়ত করতে পারি? তারা চার

ছেলে ও দুই মেয়ে। আমার জন্য তা জায়েয হবে কিনা আমি সে প্রশ্নের উত্তর আশা করি।' কমিটির উত্তর ছিল ঃ 'আপনার মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম সম্পত্তির অসিয়ত করা আপনার জন্য জায়েয। কেননা তারা আপনার ওয়ারিস নয়।'[৪২]

---

১. কিতাবুল ফারায়েদ, পৃঃ ৭২।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফারায়েদ, হাদীস নং ৬৭৩৫
৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৩৫ ও ৬২৩৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০২৮ ও ৩০২৯।
৪. আত-তাহকীকাত আল-মারদিইয়াহ ফিল মাবাহিস আল-ফারাদিইয়াহ, পৃঃ ১১৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫
৬. আত-তাহকীকাত আল-মারদিইয়াহ ফিল মাবাহিস আল-ফারাদিইয়াহ, পৃঃ ২৬০
৭. ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া নং ১৫৭৫০, খণ্ড ১৬ পৃঃ ৪৮৮। এ ফতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান), আবদুল্লাহ বিন গুদাইয়ান, ড. সালেহ ফাওযান আল-ফাওযান, আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল-শাইখ এবং ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ।
৮. ইসলামে ওয়াজিব অসিয়তের বিধান পৃঃ ৫৩, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৯।
৯. নিয়মানুযায়ী' বলতে এখানে শরীয়ত সমর্থিত নিয়মকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হল এক তৃতীয়াংশ বা এর কম পরিমাণ অসিয়ত করা। কেননা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশকে হাদীসে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব বলা হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কতটুকু পরিমাণ অসিয়ত করবে, আলোচনার শেষ পর্যায়ে 'অসিয়তের নেসাব' শিরোনামে আমরা তা আলোচনা করেছি।
১০. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) এর হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়তের অনুমতি দেননি। এছাড়া আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের এক তৃতীয়াংশ সম্পদকে তোমাদের আমলে বাড়িয়ে দিয়েছেন'। হাজেয ইবনে হাজার আল-হাইসামী বলেন, 'ত্বাবারানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটির সনদ হাসান'। হাদীসটি ইমাম আহমদ ও দারা কুতনীও বর্ণনা করেন।
১১. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৫-১১৬।
১২. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬, তাফসীরে কুরতবী ২/২৬০।
১৩. নাসায়ী ছাড়া সুনান গ্রন্থসমূহের অন্য সকল গ্রন্থকারগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন।
১৪. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬-১১৭, তাফসীরে কুরতবী ২/২৬০।
১৫. আল-মুগনী ঃ ইবনে কুদামাহ ৬/৪৪৪-৪৪৫।
১৬. আল-মাজমু'ঃ ইমাম নববী ১৫/৩৯৯।

১৭. তাফসীরে কুরতবী ২/২৬০।
১৮. প্রাগুক্ত ২/২৬০।
১৯. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৫-১১৬,১২১।
২০. প্রাগুক্ত ২/১২১।
২১. তাফসীরে কুরতবী ২/২৬৩।
২২. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬।
২৩. প্রাগুক্ত ২/১১৭।
২৪. ফি যিলালুল কুরআন ১/১৬৬।
২৫. তাফসীরুল মানার ২/১৩৬।
২৬. আল-মুহাল্লা , খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৪৭।
২৭. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৫১।
২৮. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৫১।
২৮. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৪৯।
২৯. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।
৩০. তাফসীর আল-মানার ২/১৩৬।
৩১. আহকামুল কুরআনঃআবু বকর আল-জাসসাস ১/৭১, আহকামুল কুরআন ঃ থানুবী, প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ পৃঃ ৫৭।
৩২. তাফসীরে কুরতবী ২/২৫৯, আল-মাজমু' ১৫/৩৯৯, আল-মুগনী ৬/৪৪৪।
৩৩. আহকামুল কুরআন ঃ আবু বকর আল-জাসসাস ১/৭১, আল-মুগনী ৬/৪৪৫।
৩৪. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯।
৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৯ ও ২৫৫৪ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭২, ৩০৮২ ও ৩০৮৩
৩৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০৮১।
৩৭. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯।
৩৮. ইসলামে ওয়াজিব অসিয়তের বিধান পৃঃ ৫৫।
৩৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৭, ২৫৫৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮।
৪০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩।
৪১. সৌদী আরবস্থ ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া নং ১০৬১৭, খণ্ড ১৬ পৃঃ ৩১৯-৩২০। এ ফতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান), আবদুর রাযযাক আফীফী (ভাইস চেয়ারম্যান), আবদুল্লাহ বিন গুদাইয়ান।
৪২. প্রাগুক্ত, ফাতাওয়া নং ১৮৯১৮, খণ্ড ১৬ পৃঃ ৩২৩। এ ফতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান), আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল-শাইখ (ভাইস চেয়ারম্যান), ড. সালেহ ফাওযান আল-ফাওযান এবং ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ।